দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ঢাকা ভার্সিটির ঘটনা

গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে অনভিপ্রেত অপ্রীতিকর ঘটনা। এই ঘটনায় একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস ভাঙচুর করেছে। ঘটনা সামান্যই ছিল। ওইদিন ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে শেরেবাংলা কাপ ফাইনাল খেলা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল ও খুলনা জেলা দলের মধ্যে। সে খেলা দেখতে যাবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী ১২টি বাস দাবী করে। কিন্তু ভার্সিটির নিয়ম অনুযায়ী এসব বাস ঢাকার বাইরে নিয়ে যাবার কোন বিধান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগ্রহী ছাত্রদের খেলা দেখার ব্যবস্থা করার জন্য বাইরে থেকে তিনটি বাস ভাড়া করে আনেন। কিন্তু ছাত্ররা ভাড়া বাসে ময়মনসিংহ যেতে অস্বীকার করে এবং পরে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে হামলা চালায়। তারা অফিসের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং শেষ পর্যন্ত জোর করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রুটের ১২টি বাস ও ভাড়া করা বাসের একটি নিয়ে ময়মনসিংহ চলে যায়।

তারুণ্যের উত্তেজনা আমরা উপলব্ধি করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টিমের ফাইনাল খেলা দেখতে যাবার ইচ্ছাও যে ক্রীড়ামোদী বহু সংখ্যক ছাত্রের থাকবে, তা-ও স্বাভাবিক। সে বিষয় সম্পর্কে যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদাসীন ছিলেন, তা-ও বলা যায় না। তারা সিন্ডিকেট নির্ধারিত নিয়মের মধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা করেছিলেন ক্রীড়ামোদী ছাত্র-ছাত্রীদের ময়মনসিংহ যাবার জন্য। তা হলে কেন ঘটানো হল ডিসির অফিস ভাঙচুরের মত অনভিপ্রেত ঘটনা?

ছাত্র সমাজ দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাদের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভরশীল। আজকের ছাত্ররাই হবেন দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। প্রশাসনে, শাসনে, শিল্পে, বাণিজ্য, সংস্কৃতিতে সর্বত্রই তারাই ধরবেন রাষ্ট্রের হাল। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত একটি খামখেয়ালী দাবী নিয়ে কেউ কেউ উচ্ছৃঙ্খল পথ গ্রহণ করবেন, তা আশা করা যায় না। এতে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশের শুধু সৃষ্টি হয়েছে, তাই নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ওইদিন বাসের অপেক্ষায় বিভিন্ন পয়েন্টে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেছেন, সময়মত ক্লাসে যোগদান করতে পারেননি, ফেরার সময়ও তারা দুর্ভোগে পড়েছেন। মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রের এই অনভিপ্রেত আচরণে হাজার হাজার ছাত্রের যে দুর্ভোগের সৃষ্টি হল, তা-ও বোধকরি সংশ্লিষ্টদের কাম্য ছিল না। তারা নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ময়মনসিংহ নিয়ে যাবার দাবী করার সময় তাদের সহপাঠীদের ক্লাস-পরীক্ষার ক্ষতির বিষয়টা হয়ত ভেবেই দেখেননি। ভাবলে হয়ত এই পরিস্থিতির উদ্ভব হত না।

ছাত্রদের কাছে দেশবাসীর আশা অনেক, আস্থাও অনেক। তারা যদি এত সামান্য কারণে এমন তুলকালাম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এই ঘটনার নিন্দা করেছে। তারা ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এইসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেখানকার শিক্ষার্থীদের সম্মানও ক্ষুণ্ন হয়। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীই তা সম্যক উপলব্ধি করেন। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ অনেক উন্নত হয়েছে, এখন নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনেও স্বস্তির ভাব হয়েছে। মঙ্গলবারের ওই ঘটনার মত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যাতে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন না হয়, যাতে ঢাকা ভার্সিটির ও শিক্ষার্থীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়, সে দায়িত্ব ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই। তাই ছাত্র সমাজের কাছে আমাদের আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা, সেশন জটের অভিশাপ দূর করা প্রভৃতি সকল ব্যাপারে তারা সহযোগিতা করবেন। কোন তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরে কেউ যাতে ভেতর থেকে নাশকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত হতে না পারে, তা-ও দেখা প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, ভবিষ্যতে আর কখনও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।